স্টুডেন্টস হেলথ হোম

১৪২/২, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০১৪

ফোন: ৯০৭৩৪৯২৮৬৬ | ইমেল : healthhome1952@gmail.com

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বর্ধিত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব

স্টুডেন্টস হেলথ হোম, স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে ছাত্র আন্দোলনে উদ্ভূত অগ্রণী চেতনার ফসল। পরে ৩৪ বছর একটানা একটা সরকার চলায় এবং সেই সরকার হোমের প্রতি বন্ধুত্বমূলক ও তার কর্মকান্ডের প্রতি সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করায় সেই সরকার বিদায় নেবার পরে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। যাঁরা নতুন ক্ষমতায় এলেন তাঁরা ভেবেই নিলেন এটা ওই ৩৪ বছরেই সৃষ্টি। ইতিহাস ডুকরে কাঁদলেও, তাই দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত কমিশন তৈরি করে হঠাৎ করে বন্ধ করা হল হোমের সব সরকারি অনুদান, যদিও সেই কমিশনের রিপোর্ট আর বেরোল না। অন্যদিকে বিদ্যালয়গুলির নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটি ভেঙে মনোনীত ব্যক্তিরা চেয়ারম্যান পদে আসীন হওয়ায় সদস্য সংগ্রহ হয়ে উঠল খুবই কঠিন। হোমের সংসার আর চলে না। এক অসহনীয় পরিস্থিতিতে, কর্মীদের বেতন নিশ্চিত করতে, কেন্দ্রীয় হোমের বাড়ির অংশ ভাড়ায় চলে গেল বানিজ্যিক সংস্থার কাছে। ঝড় ঝাপটাহীন পরিস্থিতিতে রোদটাও বাঁচাতে ছাদের তলায় কাজ করে অভ্যস্ত আমরাও হোমের অনুদান কেন বন্ধ এ প্রশ্ন বিনয়ের সাথে উত্থাপন করতেও ভয় পেলাম। অগত্যা আরও আরও ব্যয় সঙ্কোচন এবং মৌলালী মোড়ের বাড়ির ঘরগুলির উপযুক্ত ভাড়াটে পাবার প্রত্যাশায় হোমের দিন গুজরান চলল। এরপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত এল কোভিড। টানা প্রায় দুবছর ধরে স্কুল পাঠশাল বন্ধ। স্টুডেন্টসই উধাও তবে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের আর কিবা প্রয়োজন। মূল কেন্দ্রের ওই বিরাট বাড়িও প্রায় ভূতুড়ে বাড়ির চেহারা নিল। ১১-১২ সালের ২৩ লক্ষ ছাত্র সদস্য থেকে বিবিধ বিরুপতায় ১৯-২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছিল ৫ লক্ষে, ২০-২১ এ তা ২ লক্ষে নেমে গেল।

তবে দ্বিতীয় লকডাউনের সাথে যে ইয়াস তুফান এল, তারই সাথে যেন এল হোমের পুনরুজ্জীবনের দমকা হাওয়া। সুন্দরবনবাসীর সেই দুর্দশায় হোমের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১০০-রও বেশি চিকিৎসক এগিয়ে এলেন ত্রাণ কাজে। ২৬ শে মে, ২০২১ সেই ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল (আমফানের মত শুধু ঝড় নয়)। তিন দিনের মধ্যে বহু বাধা ঠেলে হোমের বিরাট এক চিকিৎসক দল মৌসুনী দ্বীপে পৌঁছে গেল, সঙ্গে সাধ্যমত ওষুধ ও অন্য ত্রাণ সামগ্রী। সরকারের নির্দেশ ছিল "অসরকারি প্রতিষ্ঠানের ত্রাণে নামার দরকার নেই" । সেই কারণে সম্ভবত সরকারি লজ তো দূর অস্ত স্থানীয় কোনও বেসরকারি লজে চিকিৎসক দলের থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি মিলল না। অগত্যা সাপখোপের ভয় নিয়েও নামখানার নান্দাভাঙা ক্লাবের মেঝেতে কয়েক রাত কাটালেন তাঁরা, ঘুরলেন দ্বীপ দ্বীপান্তরে। দলের একমাত্র মহিলা চিকিৎসক অর্ধেক ডুবে যাওয়া এক বাড়ির দোতলায় গ্রাম্য মহিলাদের সাথে আশ্রয় নিলে তাঁদের কাতর আবেদন এল- "স্যানিটারি ন্যাপকিন ও মশারি চাই"। সেই থেকে টানা দুমাস গোটা সুন্দর বনে হোমের চিকিৎসক দল ওষুধ, ন্যাপকিন আর মশারি নিয়ে ৬০-এর বেশি ক্যাম্প করে এতটাই সাড়া ফেলে যে বনদপ্তরের ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প হোমকে ডেকে সংবর্ধিত করে। হোমের

ত্রাণ তহবিলে উঠল এবং খরচ হল প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। হল নতুন আশার সঞ্চার, চিকিৎসকদের মধ্যে নতুন করে উপলব্ধি এল হোমকে আমরাই বাঁচাবো।

"ভাগ্য বীরের সহায়"। কোভিডের ফলে নিজ স্থানাভাবে নীলরতন সরকার হাসপাতাল হোমের বাড়ির বড় অংশ চাইলো। তৎকালীন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ প্রদীপ মিত্র এবং নীলরতনের অধ্যক্ষ ডাঃ শৈবাল মুখোপাধ্যায়ের এব্যাপারে ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ডাঃ মিত্রর মুখেই শোনা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নাকি স্বাস্থ্য সচিবকে বলেছিলেন, "নাও, তবে বিনা পয়সায় নেবে না"। অতএব হোম পরবর্তী দুবছরে বেশ কিছু টাকা পেল। লুপ্তপ্রায় ব্যাঙ্ক সঞ্চয় ফিরে আসায় সংগঠকদের আস্থা বাড়লো আরও।

নীলরতন ভাড়া ছেড়েছে, কিন্তু এখন হোম আবার বাড়তির দিকে, অনুকূল স্রোতে নয়, প্রতিকূলতাকে জয় করেই। ২১–২২-এ সদস্য পদ ২ থেকে এল ৫ লক্ষে এবং ২২–২৩-এ ৮ লক্ষের দরজায়। তবে আগামীতে হোম যাতে প্রকৃত স্বনির্ভরভাবে চলতে পারে তাই ইতিমধ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। হোমের কেন্দ্রীয় হাসপাতাল খুলে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় – ন্যায্য মূল্যে ওপিডি, এসি/ নন এসি বেডে ভর্তির ব্যবস্থা। রয়েছে পেইন ম্যানেজমেন্ট, ক্যানসার কেয়ার। সম্প্রতি চালু হয়েছে ICU ও। একমাত্র হার্ট অ্যাটাক ও খুব বড় ব্রেন সার্জারি আর চোখের অপারেশন ছাড়া প্রায় সব রোগেরই চিকিৎসা এখন হোমে সম্ভব। চলছে বিভিন্ন মেডিক্লেম চালু করার প্রস্তুতিও। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত তো বটেই এমনকি ধনী মানুষেরও চিকিৎসার জন্য এখন হোমকেই বাছা উচিত, কারণ এখানে কেউ তাঁদের মেডিক্লেম কার্ড বা পকেটের শক্তির দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থেকে অপ্রয়োজনীয় অতি চিকিৎসায় শরীরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে না। এখানে চিকিৎসকদের কেউ বলার নেই মাসে ২০ টা কেস ICU বা ওটিতে তুলতে না পারলে আপনি আছেন কেন? নিজ ক্ষেত্রে দিকপাল ৫০-এরও বেশি বিশেষজ্ঞ এখানে কাজ করছেন আনন্দে, কোনো মেডিক্যাল কোম্পানির আউটপুট বাড়ানোর জন্য নয়। এবার আনন্দ স্বাস্থ্য সম্মানও জুটেছে হোমের কপালে। কিন্তু এভাবে হাসপাতাল চালিয়ে হোমের কী লাভ? না, যদি দুপয়সা উদ্বৃত্ত হয় তা সদস্য ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসায় ব্যয় হবে (cross subsidy)। যাতে হোমকে আগামী দিনে ছাত্র চিকিৎসায় তার ঘাটতি মেটাতে কোনও সরকারেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে না হয়।

তবে কি হোম তার সরকারি অনুদানের অধিকার ছেড়ে দেবে? না।

আজ ২রা সেপ্টেম্বর এই ৭২ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মৌলালী যুব কেন্দ্রের এই সভা থেকে আমরা সরকারের কাছে আবেদন করছি হোমের বাৎসরিক সরকারি সাহায্য নূন্যতম ২ কোটি হোক। এই আবেদনে আজ থেকে আগামী বছর ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা বাংলায় হোক স্বাক্ষর সংগ্রহ। প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে হোক এমনই সাধারণ সভা। কারণ এটা কোনো দয়ার দান নয়, ৭১ বছর ধরে নিরলসভাবে ছাত্র স্বার্থে কাজ করার সরকারি স্বীকৃতি মাত্র।

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩ — স্টুডেন্টস হেলথ হোম
মৌলালী যুব কেন্দ্র, কলকাতা

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী কর্তৃক প্রচারিত